কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা
পরাধ

বহার না করা বা মোড়কের গায়ে খুচরা বিক্রয়
র্যের তারিখ, ইত্যাদি লেখা না থাকা;
ন্য তালিকা সংরক্ষণ ও লটকিয়ে প্রদর্শন না করা;
অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয়
া করা;
সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা;
বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা;
রিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা;
 বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।

কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়

রা ক্রেতাকে প্রতারিত করা।

কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়

ণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা।

কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা
পরাধ

লক মামলা দায়ের করা।

কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা
পরাধ

 মিশ্রিত পণ্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা;
র নিষিদ্ধ দ্রব্য মিশ্রণ ও বিক্রয় করা;
 বা উৎপাদন করা;
ন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করা;
হীনতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য,
 ঘটানো।

নের দণ্ড

ত ব্যক্তি পুনরায় একই অপরাধ করলে তিনি
 দণ্ডিত হবেন।

প্রতিকার:

রোধী অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য;
ধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর উচ্চতর শাস্তি
স্ট্রেট আদালতের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিশেষ
দায়ের করতে পারবে;
দারি মামলা সরাসরি দায়ের করতে পারবেন না;

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে অভিযোগপত্র ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে;

★ বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদানসহ মালামাল বাজেয়াপ্ত করতে পারবে;

★ আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার ২৫ শতাংশ অভিযোগকারী প্রাপ্য হবেন।

অভিযোগের দেওয়ানি প্রতিকার:

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম সূচিত হওয়ার কিংবা ঐ ব্যক্তি অনুরূপ কার্যের জন্য ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ভোক্তা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য ও নিরূপিত ক্ষতির অনূর্ধ্ব পাঁচগুণ পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম জেলা জজের আদালতে দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে পারবেন।

অভিযোগের প্রশাসনিক প্রতিকার:

★ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সমীচীন মনে করলে ফৌজদারি মামলা দায়েরের পরিবর্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শুধু জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত করতে পারবেন।

★ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার ২৫ শতাংশ অভিযোগকারী প্রাপ্য হবেন।

ফৌজদারি আপিল:

সংক্ষুব্ধ পক্ষ আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

দেওয়ানি আপিল:

যুগ্ম জেলা জজের আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করা যাবে।

রিট পিটিশন:

প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করতে পারবেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১, কারওয়ান বাজার টিসিবি ভবন (৮ম তলা), ঢাকা-১২১৫
ফোন/ফ্যাক্স: ০২-৮১৮৯৪২৫, ০২-৮১৮৯০৪৪, ০১৭৭৭৭৫৩৬৬৮
ই-মেইল: dg@dncrp.gov.bd, nccc@dncrp.gov.bd, info@dncrp.gov.bd
হটলাইন: ১৬১২১
www.dncrp.gov.bd

ভোক্তা-অধিকার সং
আইন, ২০০৯ সম
জানুন

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষ

লঙ্ঘিত হলে ভোক্তা-অধি
অভিযোগ করলেই পাবেন